حرمين

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

বাংলা

بنغالي

حُكْمُ السِّحْرِ وَالكِهَانَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

যাদু ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের হুকুম এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

সংকলন মাননীয় শাইখ
শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায

حُكْمُ السِّحْرِ وَالكِهَانَةِ
وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

যাদু ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের হুকুম এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

لِسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازٍ
رَحِمَهُ اللهُ

সংকলন মাননীয় শাইখ
শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নবম পুস্তিকা:

যাদু ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের হুকুম এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ[1]

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, দরুদ ও সালাম সেই নবীর উপর যার পরে আর কোন নবী নেই। অতঃপর:

সম্প্রতি কিছু দেশে যাদু বা জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা চিকিৎসা দাবি করা অনেক যাদুকর মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং তারা অজ্ঞ সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার কারণে, আমি আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের জন্য নসিহত হিসেবে এতে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য যে গুরুতর ক্ষতি রয়েছে তা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দ্বারস্ত হওয়া এবং আল্লাহর আদেশ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরোধিতা করা হয়।

এ মর্মে আল্লাহ সাহায্য চেয়ে আমি বলছি যে, চিকিৎসা গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ এবং একজন মুসলিমের জন্য এটা জায়েয যে, সে একজন মেডিসিন

---

[1] এই অসিয়তটি ১৪০২ হিজরীতে "ইলমী গবেষণা, ফতোয়া, দাওয়াহ ও নির্দেশনা বিষয়ক জেনারেল প্রেসিডেন্সির অফিস" কর্তৃক প্রকাশিত ১৭নং একটি পুস্তিকা।

বিশেষজ্ঞ, সার্জন, স্নায়ুবিদ অথবা অনুরূপ কোনো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে তাদের রোগ শনাক্ত করাবেন এবং শারিয়ত সম্মত ও বৈধ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা নেবেন, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে উপযুক্ত হয়। কেননা তা সাধারণ উপকরণ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহর প্রতি ভরসার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহ তায়ালা রোগ পাঠিয়েছেন এবং তার সাথে ঔষধও পাঠিয়েছেন, যে জানার সে জেনেছে, আর যে এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকার সে অজ্ঞই রয়ে গেছে। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের রোগমুক্তি হারাম কিছুতে রাখেননি।

কাজেই রোগীকে নিজের রোগ সম্পর্কে জানার জন্য গণকদের কাছে যাওয়া বৈধ নয়, যারা অদৃশ্য বিষয় জানার দাবি করে। অনুরূপভাবে তাদের কথা বিশ্বাস করাও জায়েয নয়, কারণ তারা গোপন বিষয় সম্পর্কে অনুমান করে কথা বলে অথবা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে জিনদের উপস্থিত করে তাদের সহযোগিতা চায়। যদি তারা গায়েব জানার দাবি করে, তবে তাদের হুকুম হলো কুফর ও পথভ্রষ্টতা।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

“যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসলো, তারপর তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করল, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না।”

“যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর গণক যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করলো।”

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».

“যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর সে যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করলো।” আবূ দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ এটা বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হাকেম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত এই শব্দকে সহীহ বলেছেন:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».

“যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে আসলো, অতঃপর সে যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করলো।”

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ،

وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».

“সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে কু-লক্ষণে বিশ্বাস করে বা তার জন্য কু-লক্ষণ গ্রহণ করা হয় অথবা যে গণনা করে বা তার জন্য গণনা করা হয় অথবা যে যাদু করে বা তার জন্য যাদু করা হয়। আর যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসল এবং সে যা বলল, তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।” জায়্যেদ সনদে এটি বাযযার বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসগুলোতে জ্যোতিষী, গণক, যাদুকর এবং তাদের মতো ব্যক্তিদের কাছে যাওয়া, তাদের থেকে কিছু জানতে চাওয়া এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসগুলোতে এ জন্য শাস্তির হুমকিও দেয়া হয়েছে;

অতএব, তাদের কিছু বিষয়ের সত্যতা দেখে বা তাদের কাছে আসা লোকদের সংখ্যার আধিক্য দেখে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, তারা অজ্ঞ, তাদের দ্বারা মানুষের বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়; কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে যাওয়া, তাদের প্রশ্ন করা এবং তাদের কথায় বিশ্বাস করার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন; কারণ এতে রয়েছে বড় পাপ, মহা বিপদ এবং ভয়ানক পরিণতি। তাছাড়া এরা হচ্ছে মিথ্যাবাদী ও পাপী।

অনুরূপভাব এই হাদীসগুলিতে গণক এবং যাদুকরের কুফরীর প্রমাণ রয়েছে। কারণ তারা গায়েবের বিষয় জানার দাবি করে, যা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া যেহেতু তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে কেবল জিনদের সেবা এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত করার মাধ্যমে, যা আল্লাহর সাথে কুফরী ও শিরক। আর যারা তাদের গায়েব জানার দাবিকে বিশ্বাস করে, তারাও তাদের মতো হবে। আর যে কেউ এসব বিষয় এমন ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করে যে এসব কাজে লিপ্ত, তার সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্পর্ক নেই।

তেমনিভাবে মুসলিমের জন্য এটা জায়েয নয় যে, এরা যেগুলোকে চিকিৎসা হিসেবে দাবি করে তা মেনে নিবে। যেমন তাবিজ-কবজ বা তামা গলিয়ে পড়ানো এবং এ ধরনের অন্যান্য কুসংস্কার; যা তারা করে থাকে। কারণ এগুলো হলো গণকগিরি এবং মানুষের ওপর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট হয়, সে মূলত তাদের মিথ্যার ও কুফরীর পক্ষে সাহায্য করে।

এছাড়া কোন মুসলিমের জন্য এটাও জায়েয নয় যে, কেউ তাদের কাছে যাবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে তার ছেলে বা আত্মীয়র কার সাথে বিবাহ হবে, অথবা স্বামী-স্ত্রী ও তাদের পরিবারের মধ্যে কী ধরনের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা বা বিচ্ছেদ হবে, ইত্যাদি; কেননা এগুলো গায়েবী বিষয় যা মহান আল্লাহ ছাড়া

কেউ জানে না।

অতএব, শাসকবর্গ, প্রশাসন এবং অন্যান্য যারা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাখেন, তাদের উপর কর্তব্য হলো গণক, যাদুকর ও তাদের মতো লোকদের কাছে গমনের বিষয়টি নিষিদ্ধ করা। যারা এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের বাজার ও অন্যান্য স্থানে যেতে বাধা দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করা। সাথে যারা তাদের কাছে যায় তাদেরকেও নিষেধ করা।

আর যাদু-টোনাও এমনি: কেননা এটাও কুফরীমূলক হারাম কাজ, যেমনটি সূরা আল-বাকারাতে মহান আল্লাহ দু'জন ফেরেশতার বিষয়ে বলেছেন:

﴿...وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾

...তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা ; কাজেই তুমি কুফরী করো না।' তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন যাদু শিখতো যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যাতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। আর তারা তা-ই শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো এবং কোনো উপকারে আসত না আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে

কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ যাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো! [আল-বাকারাহ: ১০২]

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, যাদু করা কুফরী কাজ এবং যাদুকররা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। এছাড়া, তা থেকে বুঝা যায় যে, উপকার বা ক্ষতি করার যাদুর নিজের কোনো ক্ষমতা নেই, বরং তা আল্লাহর জাগতিক নির্ধারিত ইচ্ছার আলোকে প্রভাব ফেলে থাকে। কেননা আল্লাহই ভাল-মন্দের স্রষ্টা।

তেমনিভাবে আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যারা যাদুবিদ্যা অর্জন করে, তারা মূলত এমন কিছু অর্জন করে যা তাদের ক্ষতি করে, উপকার করে না এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট কোন অংশ নেই। এটি একটি কঠোর হুমকি, যা প্রমাণ করে যে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত, এবং তারা নিজেদেরকে সস্তা দামে বিক্রি করেছে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের এই কাজের জন্য তাদের নিন্দা করেছেন, তিনি বলেছেন:

﴿...وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ﴾

যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো ! [আল-বাকারা: ১০২] এ আয়াতে (شراء) বলতে উদ্দেশ্য বিক্রয় করা।

এসব মিথ্যাচারীদের কারণে ক্ষতি ব্যাপকতা লাভ

করেছে এবং বিপদ আরও তীব্র হয়েছে, যারা এই বিদ্যা মুশরিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে এবং তা দ্বারা দুর্বল মনের মানুষদের বিভ্রান্ত করছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং তিনি সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক।

আমরা যাদুকর, গণক এবং অন্যান্য যাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী লোকদের কুপ্রভাব থেকে আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আর আমরা প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ যেন মুসলিমদেরকে তাদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন এবং মুসলিম শাসকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে ও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করেন, যাতে মানুষ তাদের ক্ষতি ও মন্দ কাজ থেকে মুক্তি পায়। নিশ্চয় তিনি মহান ও উদার।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন, যার মাধ্যমে তারা যাদু সংঘটিত হওয়ার আগেই তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। আর যদি তা ঘটে যায়, তবে কীভাবে এর প্রতিকার করতে হবে তা স্পষ্ট করেছেন, যা তাঁর পক্ষ থেকে তাদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ এবং এটি তাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতের পূর্ণতা প্রকাশ করে।

নিচে সেই বিষয়গুলো উল্লেখ করা হল, যার মাধ্যমে যাদু সংঘটিত হওয়ার আগে তার বিপদ থেকে বাঁচা যায় এবং সংঘটিত হওয়ার পর যা দ্বারা এর প্রতিকার করা যায়; শরীয়ত অনুমোদিত পদ্ধতির আলোকে। এগুলোর

বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথমত: যা কিছু দ্বারা যাদু সংঘটিত হওয়ার আগে তার কুপ্রভাব থেকে বাঁচা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হলো: শরিয়তসম্মত যিকির, দোয়া ও ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা। এগুলোর অন্যতম হলো প্রত্যেক ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করা। বস্তুত আয়াতুল কুরসী হলো কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আয়াতটি হলো:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ
أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾

আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর ‘কুরসী’ আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর

তিনি সুউচ্চ সুমহান। [আল-বাকারাহ: ২৫৫] অনুরূপভাবে এটা ঘুমানোর সময়ও পাঠ করা। বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ، لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ».

“যে ব্যক্তি রাতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, ভোর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর একজন হেফাযতকারী নিয়োজিত থাকে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারে না।”

এর অন্তর্ভুক্ত হলো, নিচের সূরাগুলো তিলাওয়াত করা:

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١﴾

বলুন, ‘তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়,’

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١﴾

বলুন, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١﴾

বলুন, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, [আন-নাস: ১] প্রত্যেক ফরয সালাতের পর। এবং এই তিনটি সূরা ফজরের সালাতের পর দিনের শুরুতে, মাগরিবের সালাতের পর রাতের শুরুতে তিনবার করে পাঠ করা।

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো: রাতের শুরুতে সূরা আল-বাকারার শেষ দু’আয়াত পাঠ করা। আয়াত দুটি হলো:

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا
وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ٢٨٥﴾

রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে: আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। ... সূরার শেষ পর্যন্ত।

কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

«مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

“যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।” এর অর্থ হচ্ছে -আল্লাহই ভাল জানেন-: এ দুটি আয়াত তার জন্য সকল অনিষ্ট হতে যথেষ্ট।

এগুলোর অন্যতম হলো: রাতে বা দিনে এবং ঘরে, মাঠে, আকাশে বা সমুদ্রে অবতরণ করার সময়ে বেশি

বেশি (আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালাম দ্বারা তার কাছে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে) আশ্রয় চাওয়া। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَن نَزَلَ مَنْزِلًا فَقالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ مِن مَنْزِلِهِ ذَلِكَ».

“যে ব্যক্তি কোথাও অবতরণ করে এ দু`আ পাঠ করে: (أعوذ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خلَق) অর্থাৎ “আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালাম দিয়ে তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই”, সে ঐ জায়গা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”

তদ্রূপভাবে, মুসলিম ব্যক্তি দিন ও রাতের শুরুতে তিনবার করে পাঠ করবে:

«بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ».

অর্থ: ‘আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান ও জমিনে কোনো বস্তু কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।’

কেননা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এটি সব ধরনের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পাওয়ার মাধ্যম।

দ্বিতীয়ত: যাদু সংঘটিত হওয়ার পর যা দ্বারা এর

প্রতিকার করা যায়। এটিও বেশ কয়েকটি উপায়ে করা সম্ভব:

প্রথমত: আল্লাহর কাছে বেশি বেশি প্রার্থনা করা এবং তাঁর কাছে বিপদ দূর করা ও কষ্ট লাঘবের জন্য দুআ করা।

দ্বিতীয়ত: যাদুর অবস্থান জানার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, যেমন মাটিতে, পাহাড়ে বা অন্য কোথাও। যদি যাদুর স্থান জানা যায় এবং তা বের করে নষ্ট করা যায়, তাহলে যাদু বাতিল হয়ে যায়। এটি যাদুর সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসাগুলোর মধ্যে একটি।

তৃতীয়ত: শরীয়তসম্মত যিকির ও দুআ দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা। এগুলো অনেক রয়েছে, তন্মধ্যে:

যা প্রমাণিত হয়েছে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীতে:

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি মানুষের রব, ব্যাধি নিবারণকারী, সুস্থতা দান করুন, আপনিই সুস্থতা দানকারী। আপনি ব্যতীত আর কোনো সুস্থতা দানকারী নেই। এমন সুস্থতা যা আর কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।” এটি তিনবার পাঠ করবে।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো: এমন একটি রুকিয়া (ঝাড়ফুঁক) যা দিয়ে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রুকিয়া করেছিলেন, এবং তা

ছিল এই কথা:

«بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ».

অর্থ: “আমি আপনাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ফুঁক করছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।” এটা তিনবার করে পাঠ করবে।

তন্মধ্যে আরেকটি উপায় হলো, যা পুরুষের জন্য উপকারী, যদি সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে বাধাপ্রাপ্ত হয়: তাকে সাতটি তাজা বড়ই পাতা নিতে হবে, সেগুলো পাথর বা অনুরূপ কিছু দিয়ে পিষে একটি পাত্রে রাখবে। তারপর এতে এমন পরিমাণ পানি ঢালতে হবে যা তার গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তাতে নিম্নের বিষয়গুলো পাঠ করবে:

আয়াতুল কুরসী

﴿قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَـٰفِرُونَ ۝١﴾

বলুন, ‘হে কাফিররা! [আল-কাফিরূন: ১], ও

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾

বলুন, ‘তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়,’ [আল-ইখলাস: ১], ও

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١﴾

বলুন, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের [আল-ফালাক : ১], ও

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١﴾

বলুন, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, [আন-নাস: ১]

এবং সূরা আল-আ’রাফের যাদু সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। সেগুলো হলো মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۖ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ ١١٧ فَوَقَعَ
ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١١٨ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَٰغِرِينَ ١١٩﴾

আর আমরা মূসার কাছে ওহী পাঠালাম যে, ‘আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন'। সাথে সাথে সেটা তারা যে অলীক বস্তু বানিয়েছিল তা গিলে ফেলতে লাগল;

“ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল।*

সুতরাং সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল।” [আল-আরাফ: ১১৭-১১৯]

অনুরূপভাবে সূরা ইউনুসের আয়াতগুলো। সেগুলো হলো মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ ٱئۡتُونِي بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٖ ٧٩ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم
مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ ٨٠ فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ
ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٨١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ

وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ﴿٨٢﴾

আর ফির’আউন বলল, ‘তোমরা আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ জাদুকরকে নিয়ে আস।‘

অতঃপর যখন জাদুকরেরা আসল তখন তাদেরকে মূসা বললেন, ‘তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, নিক্ষেপ কর।’

অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললেন, ‘তোমরা যা এনেছ তা জাদু, নিশ্চয় আল্লাহ্ সেগুলোকে অসার করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেন না।’

আর অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।” [ইউনুস: ৭৯-৮২]

অনুরূপভাবে সূরা ত্ব-হা এর এই আয়াতগুলো:

﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلۡقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَلۡقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوۡجَسَ فِي نَفۡسِهِۦ خِيفَةٗ مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلۡنَا لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلۡقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓاْۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِرٖۖ وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾﴾

তারা বলল, ‘হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর নতুবা আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হই।

মূসা বললেন, ‘বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের জাদু-প্রভাবে হঠাৎ মূসার মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে।*

তখন মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলেন।*

আমি বললাম, ‘ভয় করবেন না, আপনিই উপরে থাকবেন।*

আর আপনার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করুন, এটা তারা যা করেছে তা খেয়ে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।” [ত্বহা : ৬৫-৬৯]

পানির ওপর উল্লেখিত বিষয়সমূহ পড়ার পর, ঐ পানি থেকে তিন ঢোক পান করবে এবং বাকি অংশ দিয়ে গোসল করবে। এতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রোগ দূর হয়ে যাবে। তবে প্রয়োজনে এটি দুই বা তার বেশিবার ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ না রোগ সেরে যায়।

এই যিকির, ঝাড়ফুঁক ও পদ্ধতিগুলো যাদুর অনিষ্টতা এবং অন্যান্য ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বড় উপায়। এগুলো যাদু আক্রান্ত হওয়ার পর তা দূর করতেও সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার; যদি কেউ সততা, বিশ্বাস, আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রেখে এবং তার নির্দেশের প্রতি অন্তর উন্মুক্ত করে নিয়মিত পাঠ করে।

যাদু থেকে রক্ষা পাওয়া এবং তার চিকিৎসা করার এই উপায়গুলো আমার পক্ষে উপস্থাপন করা সম্ভব হল। আর আল্লাহ্‌ই একমাত্র তাওফীকদাতা।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে, আর তা হলো—যাদুকে যাদুর মাধ্যমে নিরাময় করা, যা

জিনদের সন্তুষ্ট করার জন্য পশু উৎসর্গ বা অন্যান্য নৈকট্যের মাধ্যমে করা হয়; এটি জায়েয নয়। কারণ এটি শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত, বরং এটি শিরকে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যাদুর চিকিৎসা করার জন্য জ্যোতিষী, গণক বা ভেলকিবাজদের সাহায্য চাওয়া এবং তাদের কথামতো চলাও বৈধ নয়। কারণ তারা ঈমানদার নয়, বরং তারা মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী যারা গায়বের জ্ঞান দাবি করে এবং মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে যাওয়া, তাদের প্রশ্ন করা এবং তাদের বিশ্বাস করা থেকে সতর্ক করেছেন, যেমনটি এই পুস্তিকার শুরুতেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এটি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "নুশরা" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন:

«هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ».

“এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ।” এটি জাইয়্যিদ সনদে ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

নুশরা হলো যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে যাদু অপসারণ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সেই নুশরা, যা জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা ব্যবহার করত। এটি হলো: যাদুকরের কাছে যাদু অপসারণের অনুরোধ করা, অথবা আরেক

যাদুকরের মাধ্যমে একই ধরনের যাদু দিয়ে তা অপসারণ করা।

তবে শরিয়তসম্মত ঝাড়ফুঁক ও দুআ এবং হালাল ওষুধের মাধ্যমে যাদু অপসারণ করতে কোন সমস্যা নেই, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ও শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান রহঃ ‘ফাতহুল মজীদ’-এ স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য আলিমগণও এ বিষয়ে একই মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করি, তিনি মুসলমানদেরকে সব ধরনের বিপদ থেকে নিরাপদ রাখুন, তাদের দ্বীন রক্ষা করুন, তাতে গভীর জ্ঞান দান করুন এবং তাদেরকে তার শরীয়ত বিরুদ্ধ সবকিছু থেকে হেফাযতে রাখুন।

আর আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসুল মুহাম্মদ, তার পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

***

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

رسالة الحرمين

হারামাইন বার্তা

উল-হারাম এবং মসজিদে নববী অভিমুখী যাত্রীদের জন্য
নির্দেশিকা বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাষায়.